গ্যাস-বিদ্যুতের দাম ও পরিবহন ভাড়া : আইনভঙ্গ ও হিসাবের প্রতারণা

রাজেকুজ্জামান রতন

ক্ষমতাসীনরা গায়ের জোরে কিভাবে সমস্ত যুক্তিকে অস্বীকার করতে পারে তার নজির স্থাপিত হয়েছে সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে গ্যাস ও তেলের মূল্যবৃদ্ধির সময়। দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের তৈরি আইনকেও বুড়ো আঙুল দেখিয়েছেন। তারপর হিসাবের প্রতারণা করে জনগণের ওপর বোঝা চাপানো হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে সেই প্রতারণা উন্মোচন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন হিসেবে আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। বিইআরসি আইনের ৭ নং ধারা হচ্ছে ট্যারিফ নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা। এর ৩৪(৬) ধারায় আছে, ট্যারিফ পরিবর্তনের প্রস্তাব বিস্তারিত বিবরণসহ কমিশনের নিকট উপস্থাপন করতে হবে। এরপর গণশুনানি হবে। শুনানির ৯০ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত সংবলিত বিজ্ঞপ্তি জারি করবে ইত্যাদি। শুনানি হয়েছে ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। শুনানিতে কী হয়েছে তা সবাই জানেন। দাম বাড়াতে উদ্‌গ্রীব যাঁরা তাঁরা কোনো যৌক্তিক কারণ দেখাতে পারেননি। এর তিন মাস পার হয়েছে। আইন অনুযায়ী দাম বাড়ানোর প্রস্তাব তামাদি হয়ে গেছে। কিন্তু লুটপাটের ইচ্ছা তো আর তামাদি হয় না। তাই প্রায় সাত মাস পর তাঁরা দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন উচ্চপর্যায়ের অভিপ্রায় অনুযায়ী।

আইনে আছে, কোনো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান যদি লাভে থাকে বা মুনাফা করে তাহলে দাম বাড়ানোর প্রস্তাব দিতে পারে না। ১৬টি বেসরকারি বিদ্যুৎ কোম্পানি লাভ করছে। সামিট পাওয়ারের ১১টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র লাভ করেছে ২৮০ কোটি টাকা, ইউনাইটেড পাওয়ার কোম্পানি লাভ করেছে ১৬৫ কোটি টাকা, খুলনা পাওয়ার কোম্পানির লাভ ১৬২ কোটি টাকা, শাহজীবাজার পাওয়ার কোম্পানি লাভ করেছে ৯১ কোটি টাকা; এমনকি ডেসকো লাভ করেছে ১১৫ কোটি টাকা। সবাই লাভে আছে। তারপরও বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হলো।

সবগুলো গ্যাস কোম্পানিও লাভ করছে, অথচ এখানেও দাম বাড়ানো হলো। বলা হলো, গ্যাসের দাম বাড়বে গড়ে ২৬.২৯ শতাংশ।এই গড় মূল্যবৃদ্ধির কথা বলে ভোক্তার ঘাড়ে প্রকৃত অর্থে কত বৃদ্ধির চাপ পড়েছে তা আড়াল করা হয়েছে।

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি : গড় হিসাবের প্রতারণা

সবগুলো গ্যাস কোম্পানিও লাভ করছে, অথচ এখানেও দাম বাড়ানো হলো। বলা হলো, গ্যাসের দাম বাড়বে গড়ে ২৬.২৯ শতাংশ। এই গড় মূল্যবৃদ্ধির কথা বলে ভোক্তার ঘাড়ে প্রকৃত অর্থে কত বৃদ্ধির চাপ পড়েছে তা আড়াল করা হয়েছে। যেমন–যারা নিম্নধ্যবিত্ত বা দরিদ্র তাদের বাসায় গ্যাসের চুলা সাধারণত এক বার্নারের হয়। ১ সেপ্টেম্বরের আগে গ্যাসের মাসিক মূল্য ছিল ৪০০ টাকা। ২৬.২৯ শতাংশ দাম বাড়ানো হলে বাড়ার কথা ১০৫.১৬ টাকা। তাহলে মোট দাম হবে ৪০০+১০৫.১৬ = ৫০৫.১৬ টাকা। কিন্তু দাম নির্ধারণ করা হলো ৬০০ টাকা। ঘোষণা দিয়ে দাম বাড়ানো হলো ১০৫ টাকা, ঘোষণা ছাড়া বাড়ল আরো ৯৫ টাকা। দুই বার্নারের ক্ষেত্রে আগে ছিল ৪৫০ টাকা। ২৬.২৯ শতাংশ বাড়ালে বাড়বে ১১৮.৩০ টাকা। মোট মূল্য হওয়ার কথা ৪৫০+১১৮.৩০ = ৫৬৮.৩০ টাকা। অথচ দাম নির্ধারণ করা হলো ৬৫০ টাকা। অর্থাৎ ঘোষণার বাইরে বাড়ল ৮১.৭০ টাকা। তাহলে আবাসিক চুলার গ্রাহকের কাছে গড়ে ২৬.২৯ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধির কী অর্থ থাকতে পারে?

পরিবহনে ব্যবহৃত গ্যাস, যাকে বলা হয় সিএনজি, সে ক্ষেত্রে প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে ৫ টাকা। আগে যা ছিল ৩০ টাকা, এখন তার দাম হবে ৩৫ টাকা। অর্থাৎ মূল্যবৃদ্ধি ১৬.৬৬ শতাংশ। গৃহস্থালি গ্যাসে ঘোষণার অতিরিক্ত দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আর পরিবহন মালিকদের জন্য ঘোষণার চাইতে কম বাড়ানো হয়েছে।

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব : যাত্রীভাড়া বাড়ল কত?

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির পরপরই পরিবহন ভাড়া বাড়ানোর তোড়জোড় শুরু হলো। দেখানো হলো, জনগণের স্বার্থরক্ষায় প্রাণান্তকর চেষ্টা করে গলদঘর্ম সরকারি কর্তৃপক্ষ কিলোমিটার প্রতি ভাড়া বৃদ্ধির হার নির্ধারণ করল। মালিকরাও জনগণের পকেটের দিকে তাকিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রতি কিলোমিটারে ১০ পয়সা ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব মেনে নিলেন।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে কত বড় প্রতারণা দেখুন–

এক ঘনমিটার সিএনজি = ১.০৩২ লিটার ডিজেল।

এক ঘনমিটার সিএনজিতে একটি ৪০ সিটের বাস ৫ কিলোমিটার যায়।

এক ঘনমিটার গ্যাসের দাম বেড়েছে ৫ টাকা।

অর্থাৎ ৫ টাকা বাড়তি খরচ হবে ৫ কিলোমিটার যেতে, ১ টাকা বাড়তি খরচ হবে ১ কিলোমিটার যেতে।

বাসে থাকবে ৪০ জন যাত্রী। (৪০ সিটের বাসে ৪৯ সিট, দাঁড়িয়ে যায় কমপক্ষে ২৫ জন–এসব না ধরেও)

৪০ জন যাত্রীর ১ কিলোমিটার যেতে বাড়তি খরচ হবে ১ টাকা বা ১০০ পয়সা।

তাহলে ১ জন যাত্রীর ১ কিলোমিটার যেতে বাড়তি খরচ হবে ২.৫০ পয়সা।

গুলিস্তান থেকে মিরপুর যেতে ২০ কিলোমিটার, বাড়তি খরচ (২০x২.৫০) = ৫০ পয়সা।

সরকারি হিসাবে ভাড়া নেবে ২ টাকা, অর্থাৎ যাত্রীপ্রতি ১.৫০ টাকা বেশি।

৪০ জন যাত্রীর ক্ষেত্রে বেশি নেবে মোট ৬০ টাকা

সরকারি হিসাবে প্রতি ট্রিপে গ্যাসের বাড়তি দাম পরিশোধ করার পরও মালিক ভাড়া বেশি নেবে ৬০ টাকা।

দিনে ১০ ট্রিপ দিলে বাড়তি লাভ ৬০০ টাকা।

মাসে প্রতি বাস থেকে ১৮০০০ টাকা বাড়তি লাভ (সরকারি হিসাবে)।

কিন্তু ভাড়া তো বাড়বে কমপক্ষে ৫ টাকা (নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের জনগণ, একটা সম্মান আছে না!)

তাহলে লাভ কত হবে?

৫ টাকা ভাড়া বাড়লে যাত্রীপ্রতি বাড়তি লাভ হবে (৫টাকা-৫০ পয়সা) = ৪.৫০ টাকা।

৪০ জন যাত্রীর কাছ থেকে প্রতি ট্রিপে বাড়তি লাভ হবে ৪০x৪.৫০ = ১৮০ টাকা।

প্রতি ট্রিপে ১৮০ টাকা, দিনে ১৮০০ টাকা, মাসে ৫৪০০০ টাকা।

গ্যাসের দাম বাড়িয়ে সরকার প্রতি মাসে বাসের জ্বালানি ভাড়া বাবদ বাড়তি পেল (৫০ পয়সা x ৪০ x ১০ x ৩০) = ৬০০০ টাকা।

অথচ একটি বাস থেকে বাস মালিক বাড়তি নেবেন মাসে ৫৪০০০ টাকা।

বাসপ্রতি মালিকদের সম্ভাব্য বাড়তি লাভের হিসাবটা আরেকভাবেও করা যায়। রাজউকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঢাকা শহরে প্রতিদিন গড়ে ১ কোটি ৩৫ লাখ ৪১ হাজার ট্রিপ যাত্রী আসা-যাওয়া করে। কেউ দিনে ৫ বার বাসে চড়ে, কেউ বা চড়ে ২ বার। সর্বনিম্ন ভাড়া নির্ধারিত আছে ৭ টাকা। যাত্রী প্রতি ৩ টাকা বাড়তি লাভ করলে বাস মালিকের দিনে মোট বাড়তি লাভ ৪ কোটি টাকার বেশি। মাসে বাড়তি লাভ ১২০ কোটি টাকা। ঢাকা নগরীতে ১০৩টি কোম্পানির ৩৯২৬টি বাস চলে। এরা সবাই যদি গড়ে সমান লাভ করে তাহলে বাস প্রতি মাসিক বাড়তি লাভ দাঁড়াবে ৩ লাখ টাকারও বেশি।

এই টাকা দেবে কে? কে আবার, বাসযাত্রী জনগণ।

এভাবেই সরকার ও মালিক পরস্পরকে সহায়তা করছে জনগণের পকেট কাটতে।

সরকার মালিকদের বন্ধু ভাবে, মালিকরা মনে করে সরকার তো আমাদের, আর জনগণকে ভাবে প্রজা। জনগণ যদি এটাকেই নিয়ম ভেবে নিয়তির ওপর নির্ভর করে তাহলে মালিক-সরকার উভয়ই নিশ্চিন্ত থাকতে পারে।

এভাবেই সরকারের ভুল নীতি ও দুর্নীতির খেসারত দিতে হবে জনগণকে। এই নিশ্চিন্ত লুটপাট আর কত দিন চলতে দেবেন?

রাজেকুজ্জামান রতন: কেন্দ্রীয় নেতা, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল(বাসদ)

ইমেইল: rratan.spb@gmail.com

‘৮৭ ভাগ যানবাহন অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করছে’

অনলাইন ডেস্ক, ইত্তেফাক, ১৯ অক্টোবর, ২০১৫

রাজধানী ঢাকায় গণপরিবহনে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় এবং অন্যান্য অভিযোগের বিষয়ে সোমবার এক গণশুনানির আয়োজন করেছে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি।

সংগঠনটি বলছে, ১৭০টি রোডে পর্যবেক্ষণ করে তারা দেখেছে ঢাকা শহরের প্রায় ৮৭ ভাগ যানবাহন যাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করছে।

সংগঠনটির মহাসচিব মো: মোজাম্মেল হক চৌধুরী বিবিসিকে বলেন, জ্বালানীর মূল্য বৃদ্ধির অজুহাতে গনপরিবহনের ভাড়া ইচ্ছেমতো বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় যাত্রীদের সেবার বদলে নানা হয়রানির শিকার হতে হয় ... ...

তিনি আরো বলেন, "ঢাকায় যে গণপরিবহন চলছে এগুলোর সেবার মান অত্যন্ত নিম্নমুখী। এই গণপরিবহনে যাত্রীদের যাতায়াত করার ন্যূনতম পরিবেশ নেই।

প্রতিবার সরকার যে পরিমাণ ভাড়া বাড়ায় তার তুলনায় চালক ও মালিকেরা বেশ কয়েকগুণ অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করে। এতে যাত্রীদের অবস্থা অসহনীয় হয়ে পড়ছে। যাত্রীদের কষ্টগুলো, তাদের অভিযোগগুলো সরকারের কাছে তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরী আর তাই এই গণশুনানি।"

http://www.ittefaq.com.bd/capital/2015/10/19/40159.html